

কবি শহীদ কাদরীর সাথে কিছুক্ষন আদনান সৈয়দ

শংকর তখনও লেখক হিসাবে সব্যসাচি। যাচ্ছেন দিল্লিতে কুতুব মিনার দেখার জন্য। ট্রেনে বসে খবরের কাগজের পাতা উলটোচ্ছিলেন আর তখনি একটা খবরে উপর চোখ আঁটকে গেল। বিস্ম্যাত লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী এখন দিল্লিতে। আর যায় কোথায়! ঝটপট সিদ্ধান্তের পরিবর্তন। কুতুব মিনার না মুজতবা দর্শনই হোক যাত্রার মূল উদ্দেশ্য। শংকর অনেক খোঁজ-খবর নিয়ে শেষ পর্যন্ত মুজতবার বাসায় হাজির হলেন এবং বিনয়ের সাথে বললেন তাঁর আসার উদ্দেশ্যের কথা। সব শুনে মুজতবা আলী শংকর কে বললেন, ‘আংগুল চুষতে হয় আর লেখকদের সাথে দেখা করতে এলে আড্ডা মারতে হয়।’ জানা যায় মুজতবা-শংকর সেই যে আড্ডায় বসেছিলেন তা চলেছিল টানা তিনদিন। বলাইবাহুল্য, শংকরের আর সে যাত্রায় কুতুব মিনার দেখা হয়ে উঠেনি। প্রিয় পাঠক, গল্পটা একারনেই বললাম যে বাংলাদেশ থেকে যখনই কোনো লেখক-সাহিত্যিক এই নিউইয়র্কে আসছেন, কবি শহীদ কাদরীর সাথে আড্ডা দেওয়ার লোভটি খুব কম সংখ্যকরাই সামলাতে পারেন। আপনারা যারা কবি শহীদ কাদরীকে চেনেন, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে আড্ডায় তাঁর সাথে পাল্লা দেওয়া কঠিন। বর্তমানে তিনি শারিরিকভাবে অসুস্থ কিন্তু তা হলে কি হবে আড্ডায় বসলে দিনখন ঠিক ভুলে যান। আড্ডা দিতে দিতে বিকেলের নরম রোদ ফাঁকে হয়ে তা যে মধ্যরাত পর্যন্ত গড়াবে এখন আমরা অবশ্য আগে থেকেই এ খবরটি বলে দিতে পারি। অরেকটি তথ্য এখানে না উল্লেখ করলে তা অন্যায় হবে। শহীদ কাদরীর সুযোগ্যা স্ত্রী নীরা ভাবির অসাধারণ আপ্যায়নও কিন্তু এই লম্বা অফুরন্ত আড্ডার আরেক বারতি করণ। তিনি নিজেও আড্ডা ভলবাসেন আর আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে এটা-সেটা নরম-গরম পরিবেশন করে আড্ডার পরিবেশটা আরো চাংগা করে দেন। সেদিন হঠাৎ করেই মাথায় একটা খেয়াল চেপে বসলো। আরে তাইতো? শহীদ ভাইয়ের সাথে এতদিন আড্ডা দিচ্ছি অথচ ব্যক্তি শহীদ কাদরীকে ত জানাই হলো না! তিনি কি খেতে ভালবাসেন, তাঁর প্রিয় কবি কে অথবা প্রিয় মূহূর্ত কোনটি? যেই ভাবা সেই কাজ। ঝট-পট কিছু প্রশ্নপাতি তৈরি করে ফেললাম। আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম যে এ প্রশ্ন গুলো কনোরকমভাবেই ফরমালি তাঁকে করব না। আড্ডার ছলেই তথ্যগুলো যতটুকু জেনে নেওয়ার চেষ্টা করা যায়। কবি শহীদ কাদরীর ব্যক্তিগত ভালোলাগা-মন্দলাগার খবরটি আপনাদের সাথেও শেয়ার করতে চাই।

আ.সৈঃ কি খেতে ভালবাসেন?

শ.কাঃ কাবাব-পরোটা, সিঙ্গারা।

আ.সৈঃ আপনার প্রিয় মূহূর্ত?

শ.কাঃ প্রিয় মূহূর্তের কথা মনে করতেই সেই বাংলাদেশের কথাই বার বার মনে হয়। গোসল করে ভেজা চুলে রিকশায় চড়া। তারপর ফুড়ফুড়ে হাঙ্কা বাতাসের ছোওয়ায় চুলের ভেতর এক নরম ঠান্ডা স্পর্শের অনুভূতি। এই মূহূর্তটি আমার খুবই প্রিয়।

আ.সৈঃ এমন কোনো সাহিত্যের নাম বলবেন যা বার বার পড়তে ইচ্ছে করে?

শ.কাঃ শেষের কবিতা, গোরা।

আ.সৈঃ প্রিয় কবি?

শ.কাঃ বিষু- দে।

আ.সৈঃ প্রিয় লেখক?

শ.কাঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়।

আ.সৈঃ জীবনানন্দ দাশ তো শংখ ছিল, শালিক হয়ে এই বাংলায় আবার ফিরে আসতে চান।
ধরুন পুনর্জন্মের সুযোগটা আপনি পেয়েই গেলেন। কি হয়ে আবার এই পৃথিবীতে আসতে
চান?

শ.কাঃ ডলফিন।

আ.সৈঃ একটু ব্যাখ্যা করবেন কি?

শ.কাঃ এই বিশাল সমুদ্রে ডলফিন স্বাধীন ভাবে সাঁতার কেঁটে বেড়াচ্ছে। এর চেয়ে
আনন্দের আর কি হতে পারে? এই যে ডলফিন যখন মনের আনন্দে সমুদ্র উপর থেকে
আকাশমুখী ঝাঁপ দেয় আবার সেই সমুদ্রেই ফিরে আসে এই দৃশ্যটার সাথে কিন্তু আমাদের
জীবনেরও অনেক মিল আছে। আমরা মাটির মানুষরাও কিন্তু ঠিক একি ভাবে সেই
মাটিতেই ফিরে যাচ্ছি।

আ.সৈঃ আপনার প্রিয় চলচ্চিত্র?

শ.কাঃ বাই সাইকেল থীফ, লা দোঁ সেভিটা।

আ.সৈঃ নতুন প্রজন্মের লেখকদের জন্য আপনি কিছু বলবেন কি?

শ.কাঃ প্রচুর পড়াশুনা করতে হবে। প্রকৃত জ্ঞান অর্জন ছাড়া বড় লেখক হওয়া যায় না। শুধু
সাহিত্য নিয়ে পড়লেই চলবে না। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি থেকে শুরু করে ধর্ম-দর্শনসহ জ্ঞানের
সব শাখাতেই একজন লেখকের বিচরন থাকা উচিত। মূল কথা হল পড়াশুনার কোনো
বিকল্প হতে পারে না।

[আদনান সৈয়দ, নিউইয়র্ক। ৯/৩/০৫]